ভূমিকা

অল্প বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা নারী চরিত্রগুলি ভালো লাগতো আমার । মনে হত তারা বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র রকমের । অন্য কারো সঙ্গে যেন মেলে না তাদের । ছাত্রাবস্থায় এ নিয়ে অনেক কথা হত আমার স্যার শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে দিতেন মনে। উৎসাহ দিতেন নতুন কিছু ভাবতে । রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রবন্ধ ইত্তিপূর্বে লেখা হয়েছে, সেগুলি পড়তে গিয়ে একধরনের অভাব অনুভব করছি । রবীন্দ্রনাথ নারীদের কি চোখে দেখতেন । সে বিষয়ে কোনো ধারাবাহিক আলোচনা কিন্তু তেমন ভাবে পাইনি । নিজের মনেও প্রশ্ন ছিল, আধুনিক কালের মেয়েদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাই বা কতটুকু। ইচ্ছে ছিল নিজের মত করে রবীন্দ্রনাথ পড়ব একদিন, মেয়েদের বিষয়ে জানব তাঁর মতামত কে। রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা নিয়ে কাজ করতে নতুন ভাবে উৎসাহিত করেছেন আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ শ্রী অশ্রুকুমার সিকদার । রবীন্দ্রনাথের মত এত বিস্তৃত বিষয় নিয়ে কাজ করতে পেরেছি তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় । রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল সাহিত্য শুধু নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন মননধর্মী রচনা সব নিয়ে কাজ করতে প্রাণিত করেছেন আমাকে । আমার ভাবনাগুলি সুষ্ঠুভাবে চালনা করতে সাহায্য করেছে তিনি । প্রয়োজনীয় সাহায্য ছাড়াও তাঁর অকৃপণ স্নেহ-মমতার কথাও কৃতজ্ঞ চিত্তে এখানে স্মরণ করি।

বইপত্র ও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছি প্রধানত শ্রী শঙ্খ ঘোষের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে। কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ পেয়েছি তাঁর কাছে উপহার হিসেবেও। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এছাড়া আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের গ্রন্থাগার, কোচবিহার কলেজ লাইব্রেরী থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি । সবচেয়ে বেশি বইপত্র দিয়ে এবং গবেষণা পত্র তৈরিতে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন শ্রী সুব্রত রুদ্র। কোচবিহার কলেজ কর্তৃপক্ষ দেড়মাস ছুটি মঞ্জুর করে গবেষণা পত্র তৈরির সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

রবীন্দ্রনাথের নারীমুক্তি ভাবনা এত বৃহৎ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সে বিষয়ে কোনো সম্পুর্ণতা দাবি করা যায় না । আমি নিজের মত করে খুঁজতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা কোথায় স্বতন্ত্র ? এটা এক রকমের দেখা, কেউ অন্যভাবেও দেখাতে পারেন । দেখতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কোন দিক দিয়ে ছুঁয়ে যায় আমাদের আজকের দিনের মেয়েদের।